"মিষ্টি বাচ্চারা - এক ঈশ্বরের সাথে সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে, এই ইন্দ্রের সভায় সুপুত্র বাচ্চাদেরকেই নিয়ে আসতে হবে, কোনও কুপুত্রকে নয়"

*প্রশ্নঃ - ২১ জন্মের সব থেকে বড় লটারি নেওয়ার জন্য কোন্ পুরুষার্থ করতে থাকো ?

*উত্তরঃ - এক পারলৌকিক সাজনকে স্মরণ করো আর তাঁর শ্রীমতে চলার পুরো পুরুষার্থ করো। যদি কারোর নাম-রূপে বুদ্ধি ফেঁসে থাকে তাহলে সেখান থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে নাও। রাতে যখন সময় পাবে, ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করো, দিব্য গুণের ধারণ করো, তাহলে ২১ জন্মের লটারি পেয়ে যাবে ।

*গীতঃ- না তিনি আমাদের থেকে দূরে যাবেন, না তাঁর প্রতি ভালবাসা হৃদয় থেকে যাবে...

ওম্ শান্তি । দুঃখ তো এখানেই আছে। বাবা আসেন দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য, কেননা বাচ্চাদের এটাই বোঝানো হয়েছে যে কৃষ্ণ এখানে আসতে পারবেন না। তাঁর পুরীতে দুঃখ হয় না। দুঃখ হয় কংস পুরীতে। কৃষ্ণপুরী হল শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের পুরী। আমরা এখন দিব্যগুণ ধারণ করছি। যদি আসুরিক গুণ থাকে তাহলে দৈবী-সম্প্রদায়ে ভালো পদ প্রাপ্ত হবে না। এখন পদ না পেলে তো কল্প-কল্পান্তরেও পাওয়া যাবে না। সব থেকে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। ওখানকার লাভ-ক্ষতি তো এক জন্মের জন্য হয়ে থাকে। এটা তো হল জন্ম-জন্মান্তরের কথা। ভালো-খারাপ কর্ম হতে থাকে তাই না। সত্যযুগে কেবল ভাল কর্মই হয়ে থাকে। খারাপ কর্ম করানোর জন্য রাবণ সেখানে থাকে না। এখানে যে যেরকম কর্ম করবে, ২১ জন্মের জন্য তার ফল প্রাপ্ত করবে। এখানে হয় চলতে হবে শ্রীমতে, না হয় চলতে হবে অসুরের মতে। খারাপ কাজ করেছো মানে অসুরের মতে চলছো, শীঘ্রই বোঝা যায়। বাবার সাথে ভালোবাসা তো পুরোপুরি চাই তাই না। ঈশ্বরের থেকে ভালোবাসা নেই তার মানে অসুরের সাথে ভালোবাসা আছে। এখানে তোমাদের ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রাপ্ত হয়। তোমরা বলে থাকো ঈশ্বর হলেন বাবা। প্রতিজ্ঞা করতে থাকো - আমরা এক তোমার সাথেই প্রীতি রাখবো। তথাপি কারো সাথে প্রীতি রাখলে তো সেটা অসুরের সাথে রাখা হয়ে যায়। পুনরায় নিজেও অসুর হয়ে যায়। একটা কাহিনীও বলা হয় তাইনা - ইন্দ্রের সভা ছিল, সেখানে কোনো এক পরী এক বিকারীকে সাথে করে নিয়ে আসে। সেই বিকারী সুপুত্র বাচ্চা ছিল না, কুপুত্র বিকারী ছিল, তাই দু'জনকেই নিচে ফেলে দেওয়া হয়। জ্ঞান সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে এইরকম সব আত্মাদেরকে নিয়ে আসে, যারা পবিত্র থাকতে পারেনা। তাই যে বি.কে, তাদেরকে নিয়ে আসে সেও অভিশাপগ্রস্ত হয়ে যায়। সেই বিকারী তো অভিশাপগ্রস্ত আছেই। এ হল ঈশ্বরের জ্ঞান ইন্দ্রসভা। জ্ঞান বর্ষা বর্ষণ করেন এক বাবা-ই। তাই এখানে অত্যন্ত বুঝে-শুনে কাউকে নিয়ে আসতে হবে। না হলে তো যিনি নিয়ে আসবেন তিনিও অভিশাপগ্রস্ত হয়ে যাবেন। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা, তোমরা নিয়ে আসছো পরমাত্মার কাছে, তাই খুব সাবধানতা অবলম্বন করে নিয়ে আসতে হবে। এমনিতে তো সাক্ষাৎ করবার জন্য অনেকেই আসে, অনেকের সাথেই সাক্ষাৎ করতে হয় কিন্তু সেই দিনও আসবে যখন যত বড়ই পদের অধিকারী আত্মা হোক না কেন, পবিত্র না হলে সামনে আসতে পারবে না। এখন যদি এইরকম করা হয় তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। গন্তব্য অনেক উঁচু। এখানে এতো যে আশ্রম বা সৎসঙ্গ আছে, কোথাও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই, কিছুই জানেনা যে এর দ্বারা আমাদের কি লাভ হবে। এখানে তো বড় বড় অক্ষরে এইম-অবজেক্ট লেখা হয়। মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। শিখ-ধর্মাবলম্বীরা গাইতে থাকে - মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশি সময় লাগে না। দেবতা হয় সত্যযুগে। তাই অবশ্যই মানুষকে দেবতা তৈরী করার জন্য ভগবান আসবেন। ভগবান কী বানাতে আসেন ? ভগবান আর ভগবতী। কিন্তু আমরা দেবী দেবতা বলি, কেননা ভগবান হলেন এক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরও হলেন সূক্ষ্ম বতনবাসী। লক্ষ্মী-নারায়ণও হলেন দিব্য-গুণ যুক্ত মানুষ। দিব্যগুণ যুক্ত আত্মাদের পুনরায় আসুরিক গুণে অবশ্যই আসতে হয়। এখন ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে। বাবা বলেন আমি পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরে আসি। ইনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেন, নিজের সাম্রাজ্যের সাথে। পতিতদেরকে পবিত্র বানান তিনি, কৃষ্ণ কীভাবে পতিতদেরকে পবিত্র বানাবেন! কৃষ্ণ সেই নাম-রূপে একবারের জন্যই আসে। তার সেই চিত্র পুনরায় ৫ হাজার বছর পর প্রাপ্ত হবে। বাকি জন্ম তো ভিন্ন-ভিন্ন হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাঁরা এখন জগদম্বা, জগৎপিতা হয়েছেন, এঁনারা জানেন যে আমরাই পরবর্তী জন্মে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হব। এখনকার যা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেসব পরিবর্তন হয়ে যাবে। তোমরা এখন বতনে গিয়ে দেখতে পারো। তো সত্যযুগের লক্ষ্মী নারায়ণের কীরকম বৈশিষ্ট্য হবে। তোমরা এই সময় সাক্ষাৎকার করতে পারো। এ'হল আশ্চর্যের বিষয়, আর কারোরই এইরকম সাক্ষাৎকার হয় না। তোমরা এই একটা বিষয় অ্যাক্যুরেট দেখতে পারো। কিন্তু সেই ফটো এখান থেকে বের করতে পারবে না। এই ফটো তো এখানেই তৈরি হয়েছে। তোমরা জানো যে ভবিষ্যতে এইরকম হব। গুরু

নানকের অ্যাক্যুরেট চিত্র যেটা ছিল, তা পুনরায় ৫ হাজার বছর পর আবার প্রাপ্ত হবে। এই কথাগুলি তোমরাই জানো। এইরকম বাবার সাথে খুব ভালোভাবে যোগযুক্ত থাকতে হবে আর সেই যোগও অব্যভিচারী হওয়া চাই। কারোর নাম-রূপের সাথে প্রীতি থাকলে তো ব্যভিচারী হয়ে যাবে। শিব বাবার ভক্তি যখন শুরু হয় তো প্রথমে তাকে অব্যভিচারী ভক্তি বলা যায়। শিবকেই পূজা করতে থাকে। এখন পুনরায় এক শিববাবারই স্মরণে থাকতে হবে। বাবা বলেন - এই রকম যেন না হয় যে অন্তিম সময়ে তোমাদের বুদ্ধির যোগ ব্যভিচারী হয়ে যায়। কোথাও নাম-রূপে ফেঁসে থাকলে তো সেখান থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে থাকো। মায়া এমনই যে কখন কোথায়, কখন কোথায় ধাক্কা খাইয়ে দেবে। কখনো মিত্র সম্বন্ধী স্মরণে আসবে, তখন শীঘ্রই যোগ লেগে যাবে এটা হতে পারে না। বাবা বলেন এখন তো কেউই সম্পূর্ণ হয়নি। এটা হল অনেক বড়র থেকেও বড় ২১ জন্মের লটারি, এর জন্য পুরুষার্থ খুব ভালোভাবে করতে হবে। মায়া হল অত্যন্ত প্রবল, শীঘ্রই সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। এইজন্য স্মরণ করার পুরুষার্থ রাত্রিতে করো। দিনের বেলাতে তো সময় পাওয়া যায় না, রাতের সময় পারলৌকিক সাজনকে স্মরণ করো। শ্রীমতে চললে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। এখন যে শ্রেষ্ঠাচারী কৃষ্ণ আছে, তাকে গীতার ভগবান বলে দিয়েছে আর যিনি তাকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন তাঁকেই গুপ্ত করে দিয়েছে। কৃষ্ণের গুণ আর পরমপিতা পরমাত্মার গুণের বর্ণনা অবশ্যই করা উচিত। তাহলে সর্বব্যাপীর কথা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এটা হল সঙ্গম যুগ, একে মঙ্গলময় কল্যাণকারী যুগও বলা যায়। সত্যযুগকে বা কলিযুগকে মঙ্গলকারী বলা যায়না, মঙ্গলকারী তাকেই বলা যায়, যে কল্যাণকারী হয়। সত্যযুগ তো হলোই কল্যাণকারী, তার আগে অকল্যাণকারী যুগ ছিল। তাই মহিমা সবকিছু সঙ্গমযুগেরই আছে, যখন শিব বাবার অবতরণ হয়। বাবা বলেন আমি কল্পের সঙ্গম যুগেই আসি। কল্প সম্পূর্ণ হলে পুনরায় নতুন শুরু হয়। পুরানো কল্পে কলিযুগ আর নতুন কল্পে হলো সত্য যুগ। এটা হল কল্পের সঙ্গম যুগ। তারা তো আবার যুগে যুগে বলে দিয়েছে। আচ্ছা সত্য যুগ আর ত্রেতার সঙ্গম, ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গম, দ্বাপর আর কলি যুগের সঙ্গম...পুনরায় কলিযুগ আর সত্যযুগের সঙ্গম তাহলে চারটে সঙ্গম হয়ে যায়। তাহলে অবতারও ৪ হওয়া উচিত কিন্তু ২৪ অবতার কেন বলে থাকে ? এই সমস্ত কথা ধারণ করার মতো।

বাবা বড় সহজ রীতিতে লিখিয়েছেন যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কী সম্বন্ধ ? পরমপিতা বলা হলে তবে তো অবশ্যই দু'জন বাবা হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে সবাই অনেকভাবে বোঝায় কিন্তু এতটা কেউ বোঝে না। একজনেরও নিশ্চয় হয় না। যদিও আসে, মুরলী শোনে কিন্তু তিনি হলেন আমাদের বাবা, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, শ্রীমতে চলতে হবে - এই কথা গুলি বুদ্ধিতে বসেনা। হাজার হাজার আসবে কিন্তু একজনেরও নিশ্চয় হয়না যে তিনি হলেন আমার পিতা, তাঁর মতে চলতে হবে। প্রথমে তো মা বাবার মুখ দেখতে হবে। কিন্তু নিশ্চয় নেই, মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী। এই শক্তিশালী মায়ার থেকে মুক্ত করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন সদ্গুরুর নিন্দুক কোনো পদ পায় না। যদি খারাপ চাল-চলন হবে তাহলে পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। এখানে তো এইম-অবজেক্ট একেবারেই পরিষ্কার। অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গ চলতে থাকে। সেটা হল অবনতি কলা। গাইতে থাকে গুরুর নাম নিলে উন্নতি কলা হবে। কিন্তু গুরু কে ? সদ্গুরু। তোমরা সদ্গুরুকে জানো, তিনি হলেন শিব বাবা, সত্য বাবা, সত্য টিচার, সদ্গুরু। শিব বাবাকে স্মরণ করলে উন্নতি কলা হয়ে যায়। ১৬ কলা হয়ে যায়। পুনরায় ১৬ কলা থেকে অবনতি হতে থাকে। মানুষ বলে আমরা তো এর থেকে মুক্তি পেতে চাই। কিন্তু মুক্তি তো হয়না। উন্নতি কলা, অবনতি কলা পুনরায় উন্নতি কলা, সতোপ্রধান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃতে পুনরায় তমঃ থেকে সতঃ.... এই চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। এই চক্রে প্রত্যেককেই আসতে হয়। তোমরা সম্পূর্ণ চক্রতে আসো, আর তারা অর্ধেক সময় পর চক্রতে আসে। সতঃ, রজঃ, তমঃতে তো হতেই হয়। শৈশবকে সতোপ্রধান বলা হয় তারপর একটু বড় হলে তাকে সতঃ, যৌবনকে রজঃ, বার্ধক্যকে তমঃ বলা হয়। প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের পার্ট পূর্বনির্ধারিত আছে। এই নাটক হলো অত্যন্ত আশ্চর্য মন্ডিত, যাকে কেউই জানেনা। রাজকীয় পরিবারের বাচ্চাদের চাল-চলন অত্যন্ত শোভনীয় হয়। এখানে তো শ্রীমতে চলতে হবে। সবাই একই রকম তো চলতে পারবে না। বাবা বোঝাচ্ছেন দাস-দাসী হওয়া বা থার্ডক্লাস রাজা-রানী হওয়া, এর থেকে তো প্রজাতে সাহুকার হওয়া অত্যন্ত ভালো। দান পূণ্য করে ধনী হয়ে যায়। দাস-দাসীর নাম তো ধারণ করতে হবে না। যদিও তারা দাস দাসী হয়ে রাজত্বে যায় কিন্তু তার থেকেও তো এরা অনেক সুখী হবে। এদের নাম দাস-দাসী তো হবে না। প্রজাতে অনেক ধনী থাকবে। এখানে থেকেও যদি শ্রীমতে না চলে তাহলে দাস দাসী হতে হবে। এখানে থেকে কোনো কুকর্ম করলে তো দাসীদেরও দাসী হতে হবে। কেউ তো খুব ভালো দাসী হয়, কারো আবার কোনো মানই থাকে না। তাই পুরুষার্থ খুব ভালো করে করতে হবে। এইজন্য বাবা লেখেন যে বাচ্চাদের সার্টিফিকেট পাঠাও। কেউ কেউ আছে যারা নিজেদেরকে মিয়া-মিঠ্ঠু অর্থাৎ নিজেকে খুব চালাক মনে করে বসে যায়।। তখন রিপোর্ট কে করবে যে সাবধান হয়ে যাবে ? বাবার কাজ হলো বোঝানো, এইম-অবজেক্ট তো পুরোই আছে, যতখানি চাও পুরুষার্থ করে নাও, বিজয়মালাতে নিজের স্থান করে দেখাও। আট দানার মালা হয়, ১০৮ দানার মালা আছে, ১৬১০৮ এরও মালা হয়। নির্বিকারী দুনিয়ার রাজা-রানী খুব অল্পসংখ্যক হয়। পরবর্তীকালে অনেক হয়ে যায়, এখানে

ভারতের সবথেকে বেশি হবে। কত গ্রাম আছে, কত রাজা-রানী, পুনরায় তাদের কত প্রিন্স-প্রিন্সেস, অনেক সংখ্যক হবে। অনেক বড় লিস্ট বের করা হয়। মহারাজা, রাজা তারপর তাদের কুটুম্ব সম্বন্ধী। ডায়রেক্টরীতে (নির্দেশিকায়) মুখ্য কয়েকজনেরই নাম দেয়। ওখানে তো প্রত্যেকের একটি পুত্র একটি কন্যা সন্তান হয়। মানুষ অনেক বড় লম্বা-চওড়া হিসাব দিয়ে দেয়। তবুও বাবা বলেন যে অসীমের বাবাকে স্মরণ করো যার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে, এটা হল পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। কোনো কোনো মানুষ ঈশ্বরকে না জানার কারণে নিজেকেই ঈশ্বর মনে করে বসে যায়। তারা জন্ম-জন্মান্তরেও আসতে থাকে। অকালে মৃত্যুও হতে থাকে আবার নিজেকে ঈশ্বরও বলে থাকে। তোমরা জানো যে দেবতাদের কখনও অকালে মৃত্যু হয় না। যখন সময় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সাক্ষাৎকার হতে থাকে, এখন পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন নিতে হবে। অত্যন্ত বোঝার মতো বিষয় । ব্যস্, এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে আর কারোর নাম-রূপে ধাক্কা খাবে না, নাহলে তো নীচে পড়ে যাবে। বাবাকে তো নানান ভাবে বাচ্চাদেরকে ওঠাতে হয়। এঁনার মধ্যে তো শিববাবার অবতরণ হয়েছে, এঁনার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রোনা। মায়া অনেক প্রকারের তুফান নিয়ে আসে, হনুমানের মত পাকাপোক্ত হতে হবে, যাতে মায়া রাবণ নড়াতে না পারে। আদিদেবকে মহাবীর হনুমানও বলা হয়। নাম রেখে দিয়েছে। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ কেউ মহারথীও আছে। এসমস্ত কথা বাস্তবে হল এখানকারই। যার জ্ঞানের মালিশ হয় না কেমন ম্রিয়মান দেখায়। জ্ঞানের মালিশের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখো কত রমণীয় দেখায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের এইম-অবজেক্টকে সামনে রেখে উচ্চপদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, চাল-চলন খুবই রাজকীয় রাখতে হবে আর শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে।

২) কোনো দেহধারীর নাম রূপকে স্মরণ করবে না। এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- নিজের শক্তিশালী মন্সা শক্তি বা শুভ ভাবনার দ্বারা অসীমের সেবা করে বিশ্ব পরিবর্তক ভব

বিশ্ব পরিবর্তনের জন্য সূক্ষ্ম শক্তিশালী স্থিতি যুক্ত আত্মা চাই। যে নিজের বৃত্তি দ্বারা, শ্রেষ্ঠ সংকল্পের দ্বারা অনেক আত্মাদেরকে পরিবর্তন করতে পারে। অসীমের সেবা - শক্তিশালী মন্সা শক্তির দ্বারা, শুভ ভাবনা আর শুভকামনার দ্বারা হয়ে থাকে। তো কেবল নিজের প্রতি ভাবুক নয় কিন্তু অন্যদেরও শুভভাবনা, শুভকামনার দ্বারা পরিবর্তন করো। অসীমের সেবা বা বিশ্বের প্রতি সেবা - সমতা বজায় রাখা আত্মারাই করতে পারে। তাই ভাবনা আর জ্ঞান, স্নেহ আর যোগের ব্যালেন্সের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তক হও।

স্লোগানঃ- বুদ্ধিরূপী হাত বাবার হাতে দিয়ে দাও তো পরীক্ষা রূপী সাগরে দোদুল্যমান হবে না।

লভলীন স্থিতির অনুভব করো -

যখন মনই বাবার হয়ে গেছে তখন পুনরায় মন কীভাবে লাগাবে! প্রেম কীভাবে করবে! এই প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা সর্বদাই লভলীন রয়েছে, প্রেম স্বরূপ, মাস্টার প্রেমের সাগর হয়ে গেছে, তাহলে প্রেম করতে হয় না, প্রেমের স্বরূপ হয়ে গেলে। যত যত জ্ঞান সূর্যের কিরণ বা প্রকাশ বাড়তে থাকবে, ততই বেশি প্রেমের ঢেউ সেখানে আছড়ে পড়বে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;